১৩৭তম চট্টগ্রাম বন্দর দিবস

মুক্তিযুদ্ধের ক্ষত ধারণ করা চট্টগ্রাম বন্দরকে নবজীবন দিয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম বন্দরকে নিয়ে যাচ্ছেন উন্নতির শিখরে। বন্দরের নতুন টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি বিনিয়োগের সূচনা হয়েছে, আসছে আরও হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা ৩-৪ গুণ বাড়াবে নতুন প্রজন্মের বে-টার্মিনাল। আঞ্চলিক হাব হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় মাতারবাড়ীতে শুরু হয়েছে বাংলাদেশের প্রথম গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণকাজ।

এখন ইউরোপে দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য কম সময় ও খরচে সরাসরি যাচ্ছে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে। বিশ্বের ১০৬টি বন্দরের সাথে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরের জাহাজ চলাচল। ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে স্মার্ট বন্দরের পথেই হাঁটছে চট্টগ্রাম বন্দর। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজনে আরও গতিশীল পণ্য ব্যবস্থাপনা। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলেছে সক্ষমতা, ব্যবস্থাপনা ও নিরাপদ বন্দরের।

আর এভাবেই চট্টগ্রাম বন্দর ২৪/৭ সেবা দিয়ে সচল রেখেছে দেশ ও দেশের অর্থনীতি।

সকল দেশি-বিদেশি অংশীজন, বন্দর ব্যবহারকারী এবং শুভানুধ্যায়ীদের

অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

ENLIGHTEN | VIBES